জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 10th Sept. 1958 | ১৭শ সংখ্যা

১৯শে ভাদ্র ১৮৮০ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

দেশ মজালে তিন জনা— ভগা-রামা-চৈতনা

—০—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী-পুত্র কেহ নাই যজমানের বাড়ী পূজা-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিয়া কায়ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান করেন। কয়েকদিন উপার্জ্জন কিছু না হওয়ায় আহারাদির একটু কষ্ট হইয়াছে। ঘরে কিছু না থাকিলেও এক হাঁড়িতে দু' চার দিন যেতে পারে এমন চাল আছে। মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—পিতৃপক্ষ পড়িয়াছে গঙ্গায় স্নান তর্পণ শেষ ক'রে ভাত রেঁধে কোন রকমে তাই গলাধঃকরণ ক'রে আজকার মত দিন-গত পাপক্ষয় করিবেন। এমন সময় উঠানের এক পাশে একটি বেগুন গাছের দিকে নজর পড়ায় দেখলেন একটি বেগুন আছে। ব্রাহ্মণ এবার তরকারীর দায়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন—ভাত রাঁধবেন আর বেগুন পোড়া ব্যঞ্জন দিয়ে পোড়া উদরের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবেন। একটি তামার কোশা ও কিঞ্চিৎ তিল ও যব তর্পণ করার জন্য সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গমন করলেন। স্নান শেষ ক'রে তাম্র পাত্রটি নিবেন এমন সময় ঘাটের যেখানে কোশা রাখিয়াছিলেন; গঙ্গার সেইখানে ভাঙ্গন ধরিয়া এক প্রকাণ্ড মাটির চাপ ধ্বসিয়া তাম্রপাত্রটি গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য হইল। সগরকুল উদ্ধারের জন্য সূর্য্যবংশীয় ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে মর্ত্ত্যে আনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই কোশাটি নষ্ট করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া গালাগালি আরম্ভ করিলেন—বেটা ভগীরথ! তোর সগরকুল উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনার দরকার হয়েছিল। গঙ্গা আনলি, সগরকুল উদ্ধার করলি, কাজ হয়ে গেল, যেখানকার গঙ্গা সেখানে রেখে আয়! তা না ক'রে গঙ্গাকে লাগিয়ে দিলে গৃহস্থের পেছনে। কার জমি ভাঙছে, কার বাড়ী ভাঙছে, আমি গরীব ব্রাহ্মণ ওই হারামজাদার জন্য গেল আমার হাতের হাতিয়ার কোশা। এখন পূজা পার্ব্বণ কিসে করবো! নষ্টের মূল ওই ভগা বেটা! ব্রাহ্মণ করপাত্রেই শুধু গঙ্গাজলেই তর্পণ শেষ করে বাড়ীতে ফিরলেন। ভগীরথের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে কতকগুলি তালের বেগো উনন ধরার জন্য রন্ধনশালায় জমা করলেন। এইবার বেগুনটি আনার জন্য যেই উঠোনে নেমেছেন, চালের উপর এক হনুমান বসেছিল সে এক লাফে বেগুনটি নিয়ে যার বেগুন তারই চালে বসে তাকেই দন্ত বিকাশ ক'রে যেন ব্যঙ্গ করতে করতে সেটি ভক্ষণ করিয়া অন্য শিকার অন্বেষণে স্থানান্তরে গমন করিল।

স্নানে গিয়া ব্রাহ্মণ সূর্য্যবংশ জাত ভগীরথের অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে তার কিছু প্রতিকার করতে না পেরে তার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছেন গালাগালি দিয়ে। হনুমানও সূর্য্যবংশধর রামচন্দ্রের আনীত। ব্রাহ্মণের যদি সে ক্ষমতা থাকতো তবে আজ সূর্য্যবংশের দফা শেষ করতেন। বলতে আরম্ভ করলেন—বেটা রামা রাবণ তোর বউ চুরি করলে, সীতা উদ্ধারের জন্য হনু বাঁদরের খোসামোদ করলি। বাঁদরের মিতা হলি। তোর সীতা উদ্ধার হলো যেখানকার হনু বাঁদর সেখানে রেখে আয়। দিলে ব্যাটা সবকে গেরস্তের পেছনে ছেড়ে। যেমন বেটা ভগা, তেমনি ব্যাটা রামা। বেগুনটা পুড়িয়ে পিণ্ডি গিলবো মনে করেছিলাম। বরাতে নাই কি করবো। ব্যাটারা আবার অবতার।

এইবারে ব্রাহ্মণ চকমকি ঠুঁকে তালের বেগোতে আগুন ধরিয়ে ফুঁ দিচ্ছেন এমন সময়ে এক বৈষ্ণব বাবাজী পায়ে নূপুর লাগিয়ে হাতে একতারা নিয়ে দরজায় এসে নেচে নেচে গান ধরলে—

গৌর কিছু দাও হে পুঁজি,
এ ভবে দোকান করি।
গৌর কিছু দাও হে পুঁজি।
তোমার পুঁজি পেলে পরে,
মাল আনিব সস্তা দরে,
ধার বাকিতে দিব ছেড়ে
যা করে গৌর হরি।
গৌর কিছু দাও হে—

ব্রাহ্মণ ভগীরথকে আর রামকে শুধু গালাগাল দিয়েই ছেড়েছেন। ভগীরথের আনা গঙ্গা বা রামের আনা হনুমানের কিছু করতে পারেন নি।

রান্নাঘরে বসে স্বগত বলতে লাগলেন আর এক অবতারের লীলা দেখ—বেটা চৈতনা—বাপু বৈষ্ণব তৈরী করলি বেশ করলি, খেটে খুটে খেতে বল্ তা না ক'রে দিলে বৈরাগীর ঝাঁক ছেড়ে এই গরীব গেরস্তদের পেছনে। ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে উনন ধরালাম। হাঁড়িতে চাল দিব এমন সময়ে বেটা নেচে নেচে উত্যক্ত করতে এলো—গৌর কিছু দাও হে পুঁজি—গৌর যদি পুঁজি দিবে তু বেটা আমাদের পেছুনে লাগলি কেন? এইবার সেই জ্বলন্ত তালের বাগড়ো নিয়ে ছুটলো বাবাজীর পেছনে। বাবাজী নূপুর পায়ে দিয়ে ঝন্ ঝন্ শব্দ ক'রে ছুটছে। নূপুরের আওয়াজ আন্দাজ ক'রে তাড়া করছে। ব্রাহ্মণ চোকে ভাল দেখে না। লোকে বাবাজীকে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছে—তুমি নূপুর খুলে ছুটে যাও। ও দেখতে পায় না। ঝন্‌ঝনি আওয়াজ শুনে তোমার পেছুন নিচ্ছে। ব্রাহ্মণ বলছেন—গঙ্গার কিছু করতে পারিনি হনুমান বেটার কিছু করতে পারিনি। তু বেটা কতদূর যাবি চল্ তোকে ছাড়বো না। ব্রাহ্মণ শেষকালে বাবাজীর চুল ধ'রে ঘা কতক মেরে গঙ্গা, হনুমান আর তার উপরের রাগ ঠাণ্ডা ক'রে ঘেমে বাড়ী গেল তখন উনন নিবিয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের খাওয়া হবে না বলে এক প্রতিবেশী দৈ, চিড়ে, চিনি দিলে। তাই খেয়ে তিনি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বল্লেন—

দেশ মজালে তিনজনা
ভগা রামা চৈতনা।

রাজা-মন্ত্রীর বুদ্ধিহীনতা বুঝে পাখীও হাসে।

—০—

রাজ্য শাসন করতে হ'লে রাজা সুমন্ত্রণা ও সদ্‌বুদ্ধি পাবার আশায় বহু টাকা দিয়ে বুদ্ধিমান মন্ত্রী নিয়োগ করেন। বুদ্ধিহীন মন্ত্রী মূর্খের চেয়ে মূর্খ।

এক ব্যাধ বনের মধ্যে পাখীর খাদ্যদ্রব্য ছড়িয়ে ফাঁদ পেতে রেখেছে পাখী ধরবার জন্য। একটী পাখী খাদ্যের লোভে গিয়ে ফাঁদে আবদ্ধ হলো।

ব্যাধ এসে তাকে ধরবামাত্র পাখীটি মলত্যাগ করলো। ব্যাধ দেখিল পাখীর বিষ্ঠা ঠিক সাধারণ পাখীর মত নয়। এর বিষ্ঠা যতটুকু ততটুকুই সোনা।

ব্যাধ মনে করিল এই পাখীটিকে যদি রাজার কাছে বিক্রী করি তবে রাজা আমাকে অনেক টাকা দিবে। রাজার কাছে নিয়ে যেতেই পাখী সেখানে মলত্যাগ করা মাত্র রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন—দেখুন মন্ত্রীমশায় এই পাখীর মলে সোনা হয়। মন্ত্রী মহাশয় বুদ্ধি শুদ্ধির ধার ধারে না যাত্রার দলের মন্ত্রীর মত মুখস্থ করা বিদ্যা। মন্ত্রী রাজাকে বুদ্ধি দিলেন—মহারাজ, এই পাখীর পেটে না জানি কত সোনা আছে। একে মেরে পেট কেটে দেখলে বহু সোনা পাওয়া যাবে। মন্ত্রী পাখীর পেট কাটবার জন্য ছুরী নিয়ে যেই কাটতে যাবে, পাখী হাত ফস্‌কে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসে বলে উঠলো। এটা মূর্খের দেশ—এই বলে নীচের শ্লোকটি বলে উঠলো—

আদৌ তাবদহং মূর্খঃ
দ্বিতীয়ঃ পাশবন্ধকঃ।
ততো রাজা চ মন্ত্রী চ
সর্ব্বৈব মূর্খমণ্ডলং॥

অর্থ—প্রথমে আমি মূর্খ। কেন না বনে কোথা হ'তে এই খাদ্যদ্রব্য এলো বিবেচনা না ক'রে খেতে গিয়ে বাঁধা পড়লাম। দ্বিতীয় মূর্খ এই ব্যাধ। তুই যখন দেখলি পাখীর যত বিষ্ঠা তত সোনা। রাজার কাছে সেই পাখী বেচতে গেলি কেন? রাজা আর মন্ত্রী এরাও মূর্খ কারণ এইটুকু প্রাণীর দেহে কত সোনা থাকতে পারে সে বিবেচনা এদের নাই। এই রাজ্যকে মূর্খমণ্ডল বলা চলে।

বে-আইনী গাঁজা

দিন কয়েক পূর্ব্বে জঙ্গিপুরের আবগারী বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভৌমিক মহাশয় বিভাগীয় কনেষ্টবলসহ রঘুনাথগঞ্জ সহরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আইলেরউপর ফুলতলার বাকের সেখের চায়ের দোকান তল্লাসী করিয়া ৪ তোলা গাঁজা উদ্ধার করেন। বাকের জামিনে খালাস পাইয়াছে।

শিক্ষা প্রদর্শনী

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা প্রমুখ শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রীগণের উদ্যোগে এক শিক্ষা-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গত ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী মহাশয় উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়-গণ উপস্থিত ছিলেন। ৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বর দুইদিন এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য অসংখ্য পুরুষ, মহিলা ও বালক বালিকাগণ আগমন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ে ব্যবস্থার ত্রুটী ছিল না। প্রদর্শনী ক্ষুদ্র হইলেও ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল বলা চলে।

সিমেন্টের লাইসেন্স

সিমেন্টের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১৯৫৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বল অঞ্চলে যাঁহারা এখনও লাইসেন্স পুনর্নবীকৃত করেন নাই, তাঁহাদের ঐ বর্ধিত তারিখের মধ্যে কলিকাতার ১১-এ ক্রী স্কুল ষ্ট্রীট স্থিত ৪ নং শেডে ভোগ্যপণ্য-সমূহের অধিকর্ত্তার এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমা নিয়ামকদের (খাদ্য ও সংভরণ) নিকট পুরাতন লাইসেন্স ও ৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প সহ নির্দ্দিষ্ট ফর্মে পুনর্নবীকরণের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। উক্ত বর্ধিত তারিখের পরে আর কোন পুনর্নবী-করণের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না। উপরোক্ত অফিস-গুলিতে নির্দ্দিষ্ট ফর্ম পাওয়া যাইবে। —প্রেসনোট

১৯৫৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ছুটির দিন ঘোষণা

১৯৫৯ সালে ভারত সরকার ২৩ দিন ছুটি ঘোষণা করিয়াছেন। প্রজাতন্ত্র দিবস, শিবরাত্রি, হোলি, গুডফ্রাইডে, ইদ-উল-ফেতার, বৈশাখী, রামনবমী, বুদ্ধ পুর্ণিমা, ইদ-উজ-জুহা, মহরম, স্বাধীনতা দিবস, জন্মাষ্টমী, মিলাদুন নবী, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন, দশহরা, দেওয়ালী, গুরু নানকের জন্মদিন, বড়দিন এবং ব্যাঙ্ক বন্ধের দিনে ছুটি থাকিবে।

খেলার মাঠ বিক্রয়

জঙ্গীপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রঘুনাথগঞ্জস্থ ম্যাকেন্‌জি-পার্কের দক্ষিণ দিকের আনুমানিক আট বিঘা ফুটবল খেলার মাঠ বিক্রয় করা যাইবে। ব্যক্তি বিশেষ কিংবা কোন দলের দলপতি ইহা ক্রয় করিতে পারেন। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট অনুসন্ধান করুন।

শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক
জঙ্গীপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

জমি বিক্রয়

থানা সুতীর অন্তর্গত রাতুরী মৌজায় (ডাঁই গ্রামে) আনুমানিক ২৫৷৷০ সাড়ে পঁচিশ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানী জমি বিক্রয় হইবে। গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। ১৩৬৫, ১৩ই ভাদ্র

শ্রীজগন্নাথ ত্রিবেদী, জেমো নূতনবাটী
পোঃ কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা মির্জ্জাপুর রেশম শিল্পী সমবায় সংঘ লিঃ এবং সদস্যগণকে জানান যাইতেছে যে, বর্ত্তমান মাসের ৪. ৯. ৫৮ তারিখ হইতে অত্র সংঘের বিগত বৎসরের (১৯৫৭—১৯৫৮—অর্থাৎ ১লা জুলাই ১৯৫৭ হইতে ৩০শে জুন ১৯৫৮ পর্য্যন্ত) চূড়ান্ত হিসাব পরীক্ষা (চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট দ্বারা) হইতেছে। সমগ্র সভ্যমণ্ডলীকে ও যাঁহারা এই সংঘের উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহাদের কাহারও কোন হিসাবাদি সংক্রান্ত অভিযোগ বা বলিবার থাকিলে ১০।৯।৫৮ তারিখ মধ্যে অত্র অফিসে লিখিতভাবে অথবা মৌখিক জানাইতে পারেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত তারিখ মধ্যে যথাযোগ্য অভিযোগাদি না পাইলে সংঘের হিসাবাদি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ইতি—সন ১৯৫৮ তাং ৫ই সেপ্টেম্বর।

Amalesh Chandra Mukherjee
For D. C. Pal & Co.
Chartered Accountants
1. Netaji Subhash Road, Calcutta—1.

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৬

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত